চীনে ৬০ হাজার রোগীকে করোনার টিকা, নেই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া!

প্রায় ৬০ হাজার মানুষের ওপর করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) পরীক্ষামূলক টিকা প্রয়োগ করেছে চীন। তাদের কারো মধ্যেই কোনো বিরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। মঙ্গলবার দেশটির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা তিয়ান বাওগো এক সংবাদ সম্মেলনে এমনটা দাবি করেছেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক ফলাফলে দেখা গেছে, যাদের টিকা দেয়া হয়েছে, তাদের সবাই নিরাপদ আছেন। এ খবর দিয়েছে চীনা সংবাদমাধ্যম সিজিটিএন।

গত শুক্রবার চীনের ইউয়ু শহরের স্থানীয় সরকার জানিয়েছিল, জরুরি প্রয়োজনে বাসিন্দাদের পরীক্ষামূলক টিকা ব্যবহার করতে দেয়া হবে। এ ঘোষণার পর থেকে শহরটিতে এমন টিকার চাহিদা বেড়েছে। এক পর্যায়ে রবিবার থেকে করোনা টিকা বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে শহর কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সিনোফার্মের সম্ভাব্য দুটি করোনা টিকা ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের শেষ ধাপে রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, ইতিমধ্যে কয়েক লাখ মানুষের ওপর টিকাটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

এছাড়া, অপর একটি ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠান সিনোভ্যাক জানিয়েছে, বেইজিংয়ে ১০ হাজার মানুষকে তাদের সম্ভাব্য টিকাটি প্রয়োগ করা হয়েছে।
চীনের কোভিড-১৯ টিকা তৈরি টাস্কফোর্সের প্রধান ঝেং ঝংওয়েই মঙ্গলবার জানান, চলতি বছরের মধ্যে ৬১ কোটি ডোজ করোনা টিকা উৎপাদনের প্রত্যাশা করছেন তারা।

প্রসঙ্গত, চীনের কোনো টিকাই এখনো ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের সবগুলো ধাপ সম্পন্ন করেনি। এর আগেই এই টিকা প্রয়োগের তথ্য জানাচ্ছে দেশটি। বর্তমানে দেশটির চারটি সম্ভাব্য করোনা টিকা পরীক্ষা-নিরীক্ষার চূড়ান্ত ধাপে রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল পুরোপুরি সম্পন্ন না করা টিকাগুলো প্রয়োগ করা হলে, স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে।

ব্যর্থ হল যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও: নাগরনো-কারাবাখে তীব্র লড়াই

ব্যর্থ হয়েছে আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টাও। দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে। একে অপরের ওপর হামলা অব্যাহত রেখেছে।

দ্বিতীয় যুদ্ধবিরতি কার্যকর না করার কারণ হিসেবে একে অপরের ওপর অভিযোগ এনেছে আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া। যুদ্ধবিরতি ঘোষণার কয়েক মিনিটের মধ্যেই আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের সেনারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। ঘটনায় ফের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাশিয়া এবং জাতিসংঘ।

সপ্তাহ দুয়েক আগে মস্কোর মধ্যস্থতায় সাময়িক যুদ্ধবিরতির চুক্তি করেছিল আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান। কিন্তু সেই চুক্তি ফলপ্রসূ হয়নি। বরং যুদ্ধের ভয়াবহতা বেড়েছিল। গত রবিবার ফের দুই দেশকে নিয়ে শান্তি আলোচনায় বসেছিল রাশিয়া। রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভের মধ্যস্থতায় নতুন করে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে সম্মত হয় দুই দেশ। ঠিক হয়, আগামী তিন সপ্তাহ একে অপরকে আক্রমণ করবে না কোনও দেশ। সেই চুক্তির কয়েক মিনিটের মধ্যেই নতুন করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে দেশ দুটি।

আজারবাইজানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় লিখিত বিবৃতিতে দাবি করেছে, চুক্তির কয়েক মিনিটের মধ্যেই আর্মেনিয়া আজারবাইজানের বেশ কয়েকটি শহরে গোলাবর্ষণ শুরু করে। রবিবার সারা রাত ধরেই গোলাবর্ষণ করে ধ্বংস করা হয় শহরগুলো। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হল টারটার, আঘজাবেদি, আঘদাম।

আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভের অভিযোগ, অন্যায়ভাবে আর্মেনিয়া যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে। একের পর এক শহরে গোলাবর্ষণের পর আজারবাইজানও তার উত্তর দিতে বাধ্য হয়েছে।

এদিকে আর্মেনিয়ার অভিযোগ, যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে আজারবাইজান।

নাগরনো-কারাবাখের যোদ্ধাদের দাবি যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই কারাবাখের মারতুনি এবং আরও চারটি গ্রামে গোলাবর্ষণ শুরু করে আজারি সেনা। আর্মেনিয়ার সেনা কারাবাখের যোদ্ধাদের মদত দিচ্ছে। যোদ্ধাদের সমর্থন করে আর্মেনিয়ার সেনা জানিয়েছে, আজারি বাহিনী হামলা চালানোর পর সমান জবাব দেওয়া হয়েছে আজারবাইজানকে।

আজারবাইজান জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত নাগরনো-কারাবাখের ১৬টি এলাকা তাদের সেনা দখল করতে পেরেছে। আর্মেনিয়া অবশ্য আজারি সেনার এই দাবি মানতে রাজি হয়নি।

আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধাদের চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে- আ ক ম মোজাম্মেল হক

করোনার কারনে আমরা সঠিক সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রকাশ করতে পারিনি। আমাদের যাচাই বাছাই প্রায় সম্পুর্ণ। আমরা আশাবাদী আগামী ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধাদের চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করতে পারবো। মঙ্গলবার সকালে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক । পরে প্রস্তাবিত মুজিবনগর স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপন বিষয়ক পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

এসময় তিনি আরও বলেন, আগের তালিকা থেকে ৫/৭% বাদ পরতে পারে এবং নতুন করে কিছু সংযোজন হতে পারে। সেই সাথে যারা এ তালিকা থেকে বাদ যাবে তাদের আপিল করারও সুযোগ থাকবে। আমরা আগামী জানুয়ারী মাসের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের নির্বাচন করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি। আর সে অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনও গঠন করা হয়েছে।

আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে আজ বসবে পদ্মা সেতুর ৩৩তম স্প্যান

আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে পদ্মা সেতুর ৩ ও ৪ নম্বর পিলারের ওপর আজ সোমবার বসবে ৩৩তম স্প্যানটি। এই স্প্যান বসানোর মাধ্যমে সেতুর ৪ হাজার ৯৫০ মিটার দৃশ্যমান হবে।

সোমবার সকালে মূল সেতুর নির্বাহী প্রকৌশলী দেওয়ান আবদুল কাদের জানান, সব কিছু ঠিক থাকলে আজই স্প্যানটি বসানো হতে পারে। মুন্সীগঞ্জের মাওয়া কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডে ‘ওয়ান সি’ নামের ৩৩তম স্প্যানটি প্রস্তুত করা হয়েছে। মাওয়া প্রান্তে সেতুর ৩ ও ৪ নম্বর পিলারের (খুঁটি) ওপর স্প্যানটি বসানো হবে।

তবে পদ্মা নদীতে তীব্র স্রোত দেখা দিলে দুদিন সময় লাগতে পারে।

এর আগে ১১ অক্টোবর ৩২তম স্প্যানটি বসানো হয় পদ্মা সেতুর ওপর।

পদ্মা সেতুর সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, তিন হাজার ৬০০ টন ধারণক্ষমতার ‘তিয়ান ই’ ভাসমান ক্রেনটি কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডে অবস্থান করছে। নির্ধারিত সময়ে ধূসর রঙের ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের তিন হাজার ১৪০ টন ওজনের স্প্যানটিকে নিয়ে যাবে। কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড থেকে পিলারের দূরত্ব খুব বেশি না থাকায় একদিনের মধ্যেই স্প্যানটি বসানোর ব্যাপারে আশাবাদী প্রকৌশলীরা।

আরও জানা গেছে, পদ্মা সেতুতে ৩৩তম স্প্যান বসানো গেলে বাকি থাকবে ৮টি স্প্যান। স্প্যানগুলো মাওয়া কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডে আছে।

এদিকে ৪১ স্প্যানের ওপর ২ হাজার ৯১৭টি রোড স্লাব বসানো হবে। এ পর্যন্ত বসানো হয়েছে ১ হাজার রোড স্লাব। এ ছাড়া রেললাইনের জন্য লাগবে ২ হাজার ৯৫৯টি রেল স্লাব। এ পর্যন্ত বসানো হয়েছে ১ হাজার ৬০০ রেলওয়ে স্লাব।

২০১৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর সেতুর জাজিরা প্রান্তে ৩৭-৩৮ নম্বর পিয়ারে প্রথম স্প্যান বসানোর মধ্য দিয়ে সেতু দৃশ্যমান হয়। গত ৩০ মে পর্যন্ত জাজিরা প্রান্তে সেতুর ২৮টি স্প্যান বসানো হয়।

গত ৩০ মে জাজিরা প্রান্তে সেতুর ২৬ ও ২৭ নম্বর পিয়ারের (খুঁটি) ওপর বসানো হয় ৩০তম স্প্যান। এর পর চলতি বছরের ১০ জুন সেতুর

জাজিরা প্রান্তের ২৫ ও ২৬ নম্বর খুঁটির ওপর বসানো হয় সেতুর ৩১তম স্প্যান।

এক সপ্তাহে ধর্ষণ মামলার রায়: ধর্ষকের আমৃত্যু কারাদণ্ড

বাগেরহাটে শিশু ধর্ষণ মামলায় আবদুল মান্নান সরদার (৫০) নামে এক আসামিকে সাত কার্যদিবসে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এ সময় আসামিকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছর কারাদণ্ড দেয়া হয়।

বাগেরহাটের মোংলায় আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকায় পিতৃহীন সাত বছর বয়সী এক শিশু ধর্ষণের অভিযোগে আসামি আবদুল মান্নান সরদারকে (৫০) সাত কার্যদিবসে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালত ২-এর বিচারক মো. নূরে আলম।

সোমবার দুপুর ১২টায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালত ২-এর বিচারক মো. নূরে আলম আসামির উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন।

আসামি আবদুল মান্নান সরদার মোংলা উপজেলার মাকোড়ডোন গ্রামের ভূমিহীন আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকার প্রয়াত আহম্মদ সরদারের ছেলে।

এর আগে রোববার বিকাল পর্যন্ত এ মামলার বাদী-বিবাদী পক্ষের আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক শোনেন বিচারক। এর পর তিনি আজ রায় ঘোষণার দিন ধার্য করেন।

বাগেরহাটের স্পর্শকাতর একটি ফৌজদারি মামলায় এত কম সময়ে বিচারকাজ শেষ করার নজির বাংলাদেশে এই প্রথম।

এদিকে বাগেরহাটের বিচার বিভাগ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের একটি মামলার বিচারকাজ কম সময়ের মধ্যে শেষ করে রায়ের জন্য অপেক্ষমাণ রাখায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন হতে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছে নারী উন্নয়ন ফোরাম।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বাগেরহাট নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিশেষ সহকারি কৌসুলি (এপিপি) রনজিৎ কুমার মণ্ডল বলেন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে সুষ্পষ্ট বলা আছে কোনো ধর্ষণের ঘটনার অভিযুক্ত সঙ্গে সঙ্গে আইন প্রয়োগকারি সংস্থার হাতে ধরা পড়লে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে বিচার কাজ সম্পন্ন করা যাবে।

এই শিশু ধর্ষণের মামলাটি তারই প্রমাণ। মামলাটি পুলিশ গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করেছে। ঘটনার পরপরই আসামিকে গ্রেফতার, ধর্ষিতার ডাক্তারি পরীক্ষা, সাক্ষী হাজির এবং অভিযোগপত্র দাখিল যথা সময়ে করেছে পুলিশ। আইন মেনে ধর্ষিতা শিশুটির ২২ ধারা ও ১৬১ ধারায় জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়েছে।

রোববার টানা ৩ ঘন্টা বাদী বিবাদির যুক্তিতর্কের ওপর শুনানি শেষে সোমবার এই আলোচিত মামলার রায় ঘোষণার করা হয়। বিগত দিনে এতো কম সময়ে বাগেরহাট কি দেশের কোন আদালতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে কোনো রায় ঘোষণা হয়নি বলেও জানান ওই আইন কর্মকর্তা।

সম্প্রতি দেশে নারী ও শিশু নির্যাতন অস্বাভাবিকহারে বেড়ে গেছে। যা নিয়ে আলোচনা সমালোচনার ঝড় বইছে দেশব্যাপী। এই সময়ে রায় ঘোষণার মধ্যে দিয়ে মানুষের মধ্যে যে বিচারহীনতা বা মামলার দীর্ঘসুত্রিতা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা রয়েছে তা অনেকটাই দূর হবে বলে মনে করেন তিনি।

নারী উন্নয়ন ফোরামের খুলনা ও বরিশাল বিভাগের আঞ্চলিক সমন্বয়কারি ও সদর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান উন্নয়নকর্মী রিজিয়া পারভীন তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, সম্প্রতি বাগেরহাটের মোংলা দরিদ্র পরিবারের একটি শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে বিচার কাজ শেষ করেছে।

এই রায়ের মধ্যে দিয়ে বিচার কার্যের যে দীর্ঘসূত্রিতা ছিল বা সাধারণ বিচারপ্রার্থীদের বিচার না পাওয়ার যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল তা অনেকাংশে দূর হবে। দেশের সকল আইন প্রয়োগকারি সংস্থা নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলাগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে বলে মত দেন এই নারী নেত্রী।

সূত্র- যুগান্তর

রিফাত হত্যা: অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ আসামির রায় ২৭ অক্টোবর

বহুল আলোচিত বরগুনার রিফাত শরীফ হত্যা মামলার অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ আসামির রায় আগামী ২৭ অক্টোবর। বুধবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে বরগুনা জেলা শিশু আদালতের বিচারক মো. হাফিজুর রহমান এ রায়ের তারিখ ঘোষণা করেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, রিফাত হত্যা মামলার অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ আসামির বিরুদ্ধে ৭৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হওয়ার পর সকল আসামির পক্ষে-বিপক্ষে আদালতে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন সংশ্লিষ্ট আইনজীবীরা। বুধবার আদালতে উপস্থাপিত রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তিখন্ডন শেষে এ রায়ের দিন ধার্য করেন আদালত।

এ বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বরগুনার নারী ও শিশু আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর মো. মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল বলেন, পূর্ব নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী আজ এই মামলার যুক্তিতর্কের অবশিষ্ট অংশ আদালতে উপস্থাপন করা হয়। এরপর যুক্তিতর্ক শেষ হলে আদালত আগামী ২৭ অক্টোবর এ মামলার রায়ের দিন ধার্য করেন। একই সঙ্গে এ মামলায় জামিনে থাকা আট আসামিকে নিজ নিজ আইনজীবীর জিম্মায় ফের জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে।

এদিকে মামলার ধার্য তারিখ থাকায় সকাল ৭টার দিকে এ মামলায় জামিনে থাকা আটজন অপ্রাপ্তবয়স্ক আসামিকে আদালতে হাজির হয়। এরপর কড়া নিরাপত্তায় এ মামলয় কারাগারের শিশু ওয়ার্ডে থাকা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছয় আসামিকেও আদালতে হাজির করা হয়। আদালত প্রাঙ্গণ জুড়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আদালতে আসা সকল বিচারপ্রার্থীদের তল্লাশি করে ঢুকানো হয় আদালতে।

গত বছরের ২৬ জুন বরগুনা সরকারি কলেজের সামনে রিফাতকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। ওই বছর ১ সেপ্টেম্বর ২৪ জনকে অভিযুক্ত করে প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্তবয়স্ক দুই ভাগে বিভক্ত করে আদালতে প্রতিবেদন দেয় পুলিশ। এর মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক আসামি ১০ জন এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক আসামি ১৪ জন।

গত ৮ জানুয়ারি রিফাত হত্যা মামলার অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ আসামির বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেন বরগুনা জেলা ও দায়রা জজ আদালত। এরপর ১৩ জানুয়ারি থেকে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়।

রিফাত হত্যা মামলার অপ্রাপ্তবয়স্ক আসামিরা হলেন- মো. রাশিদুল হাসান রিশান ফরাজী (১৭+), মো. রাকিবুল হাসান রিফাত হাওলাদার (১৫+), মো. আবু আবদুল্লাহ রায়হান (১৬+), মো. ওলিউল্লাহ অলি (১৬+), জয় চন্দ্র সরকার চন্দন (১৭+), মো. নাইম (১৭+), মো. তানভীর হোসেন (১৭+), নাজমুল হাসান (১৪+), রাকিবুল হাসান নিয়ামত (১৫+), মো. সাইয়েদ মারুফ বিল্লাহ মহিবুল্লাহ (১৭+), মারুফ মল্লিক (১৭+), প্রিন্স মোল্লা (১৫+) রাতুল সিকদার জয় (১৬) ও আরিয়ান হোসেন শ্রাবণ (১৬+)।

এর আগে গত ৩০ সেপ্টেম্বর রিফাত হত্যা মামলার প্রাপ্তবয়স্ক আসামিদের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেন বরগুনা জেলা ও দায়রা জজ আদালত। রায়ে নিহত রিফাতের স্ত্রী আয়েশা সিদ্দিকা মিন্নিসহ ছয় জনের ফাঁসির আদেশ দেন আদালত। বাকি চারজনকে বেকসুর খালাস প্রদান করা হয়।

ডাকসেবা র্যাংকিংয়ে ফের পেছাল বাংলাদেশ

ডাকসেবায় আবারও পেছাল বাংলাদেশ। ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের (ইউপিইউ) সমন্বিত উন্নয়ন সূচকের বার্ষিক র্যাংকিংয়ে আরও ১১ ধাপ পিছিয়েছে বাংলাদেশ।

চার বছর আগে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৭৮-এ। গত বছর সেই অবস্থান এসে দাঁড়িয়েছিল ১১৭-তে। এবার আরও ১১ ধাপ পিছিয়ে এখন ১২৮ নম্বরে অবস্থান করছে বাংলাদেশ।

সম্প্রতি প্রকাশিত চলতি বছরের ইন্টিগ্রেটেড ইনডেক্স ফর পোস্টাল ডেভেলপমেন্ট (২ আইপিডি) রিপোর্টে ইউপিইউ সদস্যভুক্ত ১৭০টি দেশের মধ্যে ১৫.৮০ পয়েন্ট পেয়ে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অবস্থান নেমে গেছে

১২৮ নম্বরে।

অন্যদিকে এবারও র্যাংকিংয়ে সেরা অবস্থানটি ধরে রেখেছে সুইজারল্যান্ড।

সুইজারল্যান্ডর পরে সেরা ১০ দেশের মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে অস্ট্রিয়া, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, জাপান, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা ও সিঙ্গাপুর। সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে আফ্রিকার দেশ মালি।

প্রতিবেদনে পাঁচটি দেশের ডাকসেবাকে আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দেশগুলো হচ্ছে সিঙ্গাপুর (দশম), পোল্যান্ড (১৩তম), ব্রাজিল (৪৫তম), তিউনিশিয়া (৪৬তম) ও ঘানা (৫৭তম)। সূত্র: ইউপিইউ

আজ থেকে ইলিশ ধরা-বিক্রি নিষিদ্ধ

ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম ধরে আজ বুধবার থেকে আগামী ৪ নভেম্বর পর্যন্ত ২২ দিন ইলিশ মাছ ধরা, বিক্রি, বিপণন, মজুত ও পরিবহন নিষিদ্ধ। মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) মধ্যরাত থেকে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর শুরু হয়েছে।

১৯৮৫ সালের মাছ রক্ষা ও সংরক্ষণ বিধি (প্রটেকশন অ্যান্ড কনজারভেশন ফিশ রুলস, ১৯৮৫) অনুযায়ী নিষিদ্ধের এ সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। গত বছর নিষিদ্ধের সময় ছিল ৯ থেকে ৩০ অক্টোবর।

এ উপলক্ষে ৩৬ জেলার ১৫২ উপজেলায় ‘মা-ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২০’ পরিচালিত হবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রতি বছরের মতো এ বছরও ইলিশের প্রজনন নির্বিঘ্ন করতে এ পদক্ষেপ নিয়েছে।

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে কমপক্ষে এক বছর থেকে সর্বোচ্চ দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড বা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ড হতে পারে। দ্বিতীয়বার একই অপরাধ করলে শাস্তি দ্বিগুণ হবে। ইলিশ

ধরা নিষিদ্ধের সময় জেলেদের ভিজিএফের (ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং) আওতায় চাল দেয় সরকার।

‘গভীর সমুদ্রে হুমকি প্রতিহত করতে প্রস্তুত ইরান’

ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসির নৌ শাখার ডেপুটি কমান্ডার রিয়ার অ্যাডমিরাল হামজা আলী কাভিয়ানি বলেছেন, পারস্য উপসাগরের উত্তর অঞ্চল থেকে ভারত মহাসাগরের উত্তরাঞ্চলের গভীর সমুদ্র পর্যন্ত শত্রুর যেকোনও হুমকি প্রতিহত করতে তার বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে।

ইরানের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দর আব্বাসে ৬৯তম নৌবহরের কয়টি জাহাজ আগমন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে কমান্ডার কাভিয়ানি এই বক্তব্য দেন।

তিনি বলেন, “আমরা শত্রুদেরকে বলছি যে, আমাদের পানিসীমা এবং আমাদের স্বার্থ লঙ্ঘিত হলে আমরা জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছি।”

তিনি আরও বলেন, “কোনও দেশের ওপর নির্ভরতা ছাড়াই ইরানের নৌবাহিনী গভীর সমুদ্রে ইরানের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে সক্ষম এবং তারা এই লক্ষ্য নিয়ে গভীর সমুদ্রে তাদের শক্তিশালী অবস্থান অব্যাহত রাখবে।”

৭০ দিনের অভিযান শেষে ইরানের সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ডেস্ট্রয়ার শাহান্দ বন্দর আব্বাসে ফিরে আসে। কমান্ডার কাভিয়ানি আরও বলেন, যারা দাবি করেছিল যে, ইরান ডেস্ট্রয়ার তৈরি করতে সক্ষম নয় শাহান্দের এই অভিযান এবং সফলভাবে বন্দর আব্বাসে ফিরে আসা তাদের সেই দাবির চরম জবাব।

২০১৮ সালে ইরান অত্যাধুনিক এই ডেস্ট্রয়ার উদ্বোধন করে। এতে রয়েছে স্টিলথ প্রযুক্তি যার কারণে শাহান্দ শত্রুর রাডার ফাঁকি দিতে সক্ষম। এ জাহাজ দ্বিতীয়বার জ্বালানি গ্রহণ ছাড়াই একটানা

ধর্ষণের সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি

ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের যে খসড়া মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে, তা আজ মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ আকারে জারি করা হয়েছে।

জাতীয় সংসদের অধিবেশন না থাকায় তা আজ অধ্যাদেশের মাধ্যমে কার্যকর করা হলো।

এর আগে গতকাল সোমবার ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে ‘নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০০’-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা।

আইনে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড রাখার পাশাপাশি আরও দুটি সংশোধনী আনা হচ্ছে। এর মধ্যে একটি হলো যৌতুকের ঘটনায় মারধরের ক্ষেত্রে (ধারা ১১-এর গ) সাধারণ জখম হলে তা আপসযোগ্য হবে। এ ছাড়া এই আইনের চিলড্রেন অ্যাক্ট-১৯৭৪-এর (ধারা ২০-এর ৭) পরিবর্তে শিশু আইন ২০১৩ প্রতিস্থাপিত হবে।

সম্প্রতি নোয়াখালীতে এক নারীকে নির্যাতনের ভিডিও ফেসবুকে ভাইরাল হওয়ার পর থেকে রাজধানীসহ দেশজুড়ে ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনের ঝড় উঠে। মানববন্ধন, বিক্ষোভ মিছিলসহ বিভিন্ন কর্মসূচি চলছে গত ৮ দিন ধরে।

এসব কর্মসূচি থেকে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি ‘মৃত্যুদণ্ডের’ দাবি উঠে। এমন পরিস্থিতিতে সরকার আইন পরিবর্তনের পদক্ষেপ নেয়।

সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ধর্ষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে

সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করার দাবি এসেছে, তাই সরকার তা বিবেচনায় নিয়েছে।